প্রথম ক্লাস

শুদ্ধ উচ্চারন করতে না পারার কারন :

১। বর্ণ ও শব্দের শুদ্ধ উচ্চারন না জানা।
২। অলসতা - অসচেতনতা।
৩। মুখের জড়তা।
৪। আঞ্চলিকতার প্রভাব।

বাংলা বর্ণমালা - ৫০ টি

স্বরবর্ণ- ১১ টি

স্বরবর্ণ বলা হয় যে বর্ণগুলো এককভাবে উচ্চারিত হয়।

অ- স্বর অ
আ- স্বর আ
ই- হ্রস্ব ই
ঈ- দীর্ঘ ঈ
উ- হ্রস্ব উ
ঊ- দীর্ঘ ঊ
ঋ- রি
এ- এ
ঐ-ওই
ও- ও
ঔ- ওউ

ব্যঞ্জনবর্ণ- ৩৯ টি

ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়, যে বর্ণগুলো অন্যের সাহায্যে উচ্চারিত হয়।

ক	খ	গ	ঘ	ঙ- উয়োঁ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ- ইয়োঁ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ- মূর্ধন্য-ণ
ত	থ	দ	ধ	ন- দন্ত ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য-অন্তঃস্থ-য	র	ল	শ-তালব্য-শ	ষ- মূর্ধন্য-ষ
স-দন্ত-স	হ	ড়	ঢ়	য়- অন্তস্থ
ৎ-খন্ড-ত	ং-অনুসার	ঃ-বিসর্গ	ঁ- চন্দ্রবিন্দু	

ধ্বনি	
অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ
ক গ	খ ঘ
চ জ	ছ ঝ
ট ড	ঠ ঢ
ত দ	থ ধ
প ব	ফ ভ

মহাপ্রাণ ধ্বনি ঃ

যে ধ্বনি উচ্চারনের সময় নিঃশ্বাস জোড়ে সংযোজিত হয় বা ফুসফুস থেকে বের হওয়া বাতাসের জোর বেশি থাকে তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন ঃ- খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঃ

যে ধ্বনি গুলোতে বাতাসের জোর কম থাকে, নিশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না, তাদেরকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমনঃ- ক, গ, চ, জ, ট, ড, ত, দ, প, ব।

শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে ঃ

১। ধীরে ধীরে কথা বলুন।
২। দৈনন্দিন জীবনে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে হবে।
৩। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণগুলো ঠিকভাবে উচ্চারন করতে হবে।

বাংলা ভাষা			
মৌখিক ভাষা		লৈখিক ভাষা	
×	√	×	√
আঞ্চলিক ভাষা	প্রমিত ভাষা	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা

কারছন্দ

২–কা-কি, কু-কৃ কে-কৈ-----কো-কৌ

এভাবে ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি দিয়ে বলতে হবে। যে যতো বলবেন তার ততো শুদ্ধ উচ্চারন সঠিক হবে।

দ্বিতীয় ক্লাস

ব্যঞ্জনবর্ণের সঠিক উচ্চারণ

ঙ- উয়োঁ অং, যেমন = রঙ

ঞ- ইয়োঁ

ণ- মুরধোনন = ণ

ন- দন্ত্যন = ন

ষ- মূর্ধ্যন্য = ষ

স- দন্ত্য = স

শ- তালব্য = শ

য- অন্তস্থ = য

য়- অন্তস্থ = য়

ব- এ বিন্দু = র

ড- এ বিন্দু = ড়

ঢ- এ বিন্দু = ঢ়

কম্পুন জাত --- র

তাড়নজাত ।----- ড় অল্পপ্রাণ

তাড়নজাত ।----ঢ় মহাপ্রাণ

পরা, পড়া

পরে, পড়ে

করা, কড়া

ঝর, ঝড়

ধর, ধড়

হার, হাড়

শারি, শাড়ি

নারী, নাড়ি

বারি, বাড়ি

করি, কড়ি

মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণ সঠিকভাবে উচ্চারন করা ঃ

কই	খই	কোল	খোল
চাল	ছাল	চাপ	ছাপ
টুক	ঠুক	টোকা	ঠোকা
তালা	থালা	তাক	থাক
পুল	ফুল	পিতা	ফিতা
গোড়া	ঘোড়া	গড়ি	ঘড়ি
জাল	ঝাল	জুড়ি	ঝুড়ি
ডাল	ঢাল	ডাক	ঢাক
দান	ধান	দুম	ধুম
বান	ভান	বোল	ভোল

শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে ঃ

১। ধীরে ধীরে কথা বলুন।
২। দৈনন্দিন জীবনে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে হবে।
৩। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণগুলো ঠিকভাবে উচ্চারন করতে হবে।

বিশুদ্ধভাষী হওয়ার জন্য ৩ টি শর্ত ঃ

১। জানা ২। বলা ৩। শোনা

- মাওলানা সাইফুল ইসলাম আলোকিত জ্ঞানী।
- শাহ ইফতেখার তারিখ।
- শরীফ মোহাম্মদ।
- গাজী সানাউল্লাহ রাহমানি।
- টিভি সংবাদ।
- রেডিও টুডে.....

শুদ্ধভাষী হওয়ার জন্য, শুদ্ধভাষী আলোচকদের আলোচনা শুনতে হয়। এছাড়া আরো অনেক শুদ্ধ ভাষার আলোচক আছে আমরা তাদের আলোচনা নিয়মিত শুনাবো ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় ক্লাস

বিরাম চিহ্ন/ যতি চিহ্ন/ ছেদ চিহ্ন

। = দাঁড়ি	? = প্রশ্ন চিহ্ন
π = দু, দাঁড়ি	! = বিস্ময় চিহ্ন
, = কমা	/ = বিকল্প চিহ্ন
’ = উর্ধ্ব কমা	‘ ’ = এক উদ্ধৃতি চিহ্ন
: = কোলন	“ ” = জোর উদ্ধৃতি চিহ্ন
; = সেমি কোলন	. = এক বিন্দু
_ = ড্যাশ	... = ত্রি বিন্দু
- = হাইফেন	( ) = প্রথম বন্ধনী
: - = কোলন ড্যাশ	[ ] = তৃতীয় বন্ধনী

বিশেষ দ্রষ্টব্য!

এই বিরাম চিহ্নগুলো ভালোভাবে মুখস্ত রাখতে হবে। প্রতিটি বিরাম চিহ্নের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সামনের ক্লাসগুলোতে হবে।

, কমা

- আমি এক মযলুম ভাষা, আমি বাংলা ভাষা।
- প্রিয় শ্রোতা, বন্ধু, শিক্ষক, ছাত্র
- আল্লাহ তায়ালা বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন
- আমি মামুন, জুবায়ের ও ইমাদ তাবলীগে গেলাম।
- বিশিষ্ট দাঈ, প্রখ্যাত ও যায়েজ, আল্লামা আহমাদ শফী সাহেব।
- শুদ্ধ ভাষার পাঠশালা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
- ২,৩৩,৫৬০ টাকা।

: কোলন

ব্যাখ্যা→

নাম :

ঠিকানা:

গ্রাম :

স্থান :

সময় →

৭:২০ মিনিট

৭:২৯:৪৫ মিনিট

১০: টা ২১ মিনিট

; সেমিকোলন

দুইটি বাক্যকে এক করার জন্য -

- আমি লাঞ্ছিত হলাম; একদল পশুর হাতে আমি ধর্ষিত হলাম।

একাধিক পদবীর জন্য -

- আজকের নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন আরিফ সভাপতি; মামুন সেক্রেটারী; আবির প্রচার সম্পাদক।

- হাইফেন

পুনরাবৃত্তি →

- বেশি-বেশি, ধীরে-ধীরে, উত্তর-দক্ষিন, ভাই-বোন, ছাত্র-ছাত্রী।

বিপরীত →

- মা-বাবা, মাদরাসা-মাসজিদ, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব।

দূরত্ব →

- রাত ৯ টা - ১১ টা হাটগাজারী-চট্রগাম-ঢাকা।

সংযুক্তি →

- আল-জামিয়া।

! বিস্ময়

আশ্চর্য →

- বাহ চমৎকার দৃশ্য!
- কি সুন্দর মসজিদ!

সন্দেহ →

- ওহ কি কথা!
- না আমার আর সহ্য হচ্ছে না!

আবেদন →

- ভাই এদিকে আসুন!
- হুজুর আমাকে ক্ষমা করুন!

দ্বিমত →

- বাংলাদেশের মেয়েরা ফুটবল চ্যাম্পিয়ন! হয়েছে।

’ উর্ধ্ব কমা

সংখ্যা -

- ’ ৭১ সাল
- ১৯৭১’ ২৩ সাল- ২০২৩

শব্দ -

ক’ জন - কয়েকজন
দু’টি - দুইটি
মা’র - মায়ের

‘ ’ এক উদ্ধৃত চিহ্ন

হাটহাজারী মাদরাসাকে ‘উম্মুল মাদারিস’ বলা হয়।

“ ” জোর উদ্ধৃত চিহ্ন

হাটহাজারী মাদরাসাকে ‘উম্মুল মাদারিস’ বলা হয়।
আল্লাহ তআলা বলেন .....

. এক বিন্দু

মোহাম্মদ মুহাম্মদ- মো. মু. মুহা.
(সা.) (আ.) (রাদি.) রাযি. রাজি.
(রহ.) (দা.বা.) (হাফি.)
ডা. মাও. হা.

( ) প্রথম বন্ধনী

হযরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ (হাফি.)

[ ] তৃতীয় বন্ধনী

ভূল শংশোধন
ডা. হায়াৎ মামুদ [মাহমুদ] একজন প্রখ্যাত ভাষাবিদ।

তৃতীয় ক্লাস

ফলা

- ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে "ফলা" বলে।

ব-ফলা

× স্বাদ, শ্বাস, দ্বিতীয়

× বিশ্বাস, আশ্বিন, বিশ্ব

√ সম্বোধন, গম্বুজ, নিতম্ব

× উজ্জল, সান্ত্বনা

√ উদ্বিগ্ন, উদ্বেগ উদ্বাস্তু

১। শব্দের শুরুতে ব-ফলার উচ্চারন হয় না।
২। শব্দের মধ্যে বা শেষে ব-ফলার উচ্চারন দ্বিত্ব হয়।
৩। গ/দ/ব/ম/ + ব-ফলার = উচ্চারন বহাল থাকে।

ম-ফলা

× স্মরণ, স্মারক, শ্মশান।

× বিস্ময়, কাস্মিন, গ্রীষ্ম, ভস্ম, রস্মি।

√ ম/ঙ/গ/ল/ট/ন/ণ
সম্মান, যুগ্ম, উন্মাদ

× যক্ষ্মা (ক্ষ্ম-ক-ণ-ম) লক্ষ্মীপুর।

√ উদ্বিগ্ন, উদ্বেগ উদ্বাস্তু

১। শব্দের শুরুতে ম-ফলার উচ্চারন হয় না। যেমন: স্মৃতি, শ্মশান-(শশাঁন)
২। শব্দের মধ্যে বা শেষে ম-ফলার উচ্চারন দ্বিত্ব হয়। যেমন-গ্রীষ্ম, ভস্ম।
৩। গ/ন/ম/হ/ম-ফলার উচ্চারন বহাল থাকে। যেমন- যুগ্ম।

ষষ্ঠ ক্লাস

র-ফলা

শব্দ	উচ্চারন
প্রমাণ	প্রোমান
প্রকাশ	প্রোকাশ
গ্রন্থ	গ্রোন্থ
রাত্রি	রাতত্রি
বিদ্রোহ	বিদদ্রোহো
কেন্দ্র	কেনন্দ্রো
যন্ত্র	জনত্রো

ও কারান্ত -

উদাহরণ

প্রভূ	প্রোভূ
গ্রাম	
প্রিয়	প্রিয়ো
প্রাণ	
ত্রাস	
প্রেম	
প্রেত	
প্রতি	প্রোতি
প্রভাত	প্রোভাত
প্রথম	প্রোথম
প্রহর	প্রোহর

দ্বিত ঃ

উদাহরণ

অভ্র	বিভ্রান্ত
দীপ্র	পুত্র
পবিত্র	সাগ্রহ
আগ্রহ	যাত্রা
রাত্রি	পথশ্রম
রুদ্র	বিদ্রোহ।

বাংলা শব্দের শুদ্ধ উচ্চারন ঃ

শব্দ	উচ্চারন
অভ্যাস	ওভ্যাশ
অত্যন্ত	ওততোনতো
অমনি	ওমনি
অধ্যায়	ওদধায়
অভ্যস্ত	ওবভোসতো
আহ্বান	আওভান
আহ্বায়ক	আওভায়োক
উপলক্ষ	উপলোকখো
এ	অ্যাক
একাডেমি	অ্যাকাডেমি

য-্য ফলা

১। য-ফলা সবসময়ই অন্য বর্ণের সাথে যুক্ত হয়। কোনো শব্দের শুরুর বর্ণের সাথে যদি য-ফলা যুক্ত হয় তবে বর্ণটি উচ্চারণে সামান্য শ্বাসাঘাত পড়ে। যদি শব্দের শুরুর অ-কারান্ত বা আ-কারান্তর সাথে য-ফলা যুক্ত হয় তবে তার উচ্চারন 'অ্যা' এর মতো উচ্চারিত হয়।

উদাহরণ -

ব্যস্ত	-	ব্যাস্-তো
ব্যগ্র	-	ব্যাগ্-গ্রো
ন্যস্ত	-	ন্যাস্-তো
ব্যথা	-	ব্যাথা
ব্যবস্থা	-	ব্যাবোস্-থা
ব্যবধান	-	ব্যাবোধান্
ব্যবসা	-	ব্যাবোশা/ব্যাব্-শা
ব্যাঙ	-	ব্যাঙ্
ব্যাকরণ	-	ব্যাকোরোন্
ব্যাঘাত	-	ব্যাঘাত্
ধ্যান	-	ধ্যান্
ব্যাহত	-	ব্যাহতো

২। শব্দের শুরুতে 'অ' কারান্ত বর্ণের সাথে সংযুক্ত য-ফলার পরে যদি ই-কার বা ঈ-কার থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে তার উচ্চারণ 'অ্যা' এর মতো উচ্চারণ না হয়ে 'এ' এর মতো উচ্চারিত হবে।

উদাহরণ -

ব্যতিক্রম	-	বেতিক্-ক্রোম
ব্যক্তি	-	বেক্-তি
ব্যক্তিত্ব	-	বেক্-তিত্-তো
ব্যতীত	-	বেতিতো
ব্যথিত	-	বেথিতো
ত্যজিয়া	-	তেজিয়া
অপব্যয়ী	-	অপোববেয়ি

৩। শব্দের মাঝে এবং শেষের বর্ণে যদি য-ফলা যুক্ত হয় তবে সেই বর্ণটি দুইবার উচ্চারিত হয়।

উদাহরণ -

শস্য	-	শোশ্-শো
সভ্য	-	শোব্-ভো
কন্যা	-	কোন্-না
বন্যা	-	বোন্-না
মধ্য	-	মোদ্-ধো
লভ্য	-	লোব্-ভো
বাধ্য	-	বাদ্-ধো
তথ্য	-	তোত্-থো
কথ্য	-	কোত্-থো

৪। শব্দের মাঝখানে বা শেষে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যদি য-ফলা যুক্ত হয় তবে তার কোনো উচ্চারণ থাকে না।

উদাহরণ -

স্বাস্থ্য	-	শাস্-থো
সন্ধ্যা	-	শোন্-ধা
সন্ন্যাসী	-	শোন্-নাশি
কন্ঠ্য	-	কন্-ঠো
বন্ধ্যা	-	বন্-ধা
অর্ঘ্য	-	অর্-ঘো
হর্ম্য	-	হর্-মো

কি ও কী

★ তুমি কি খেয়েছ? (হ্যাঁ/ন)

- তুমি কী খেয়েছ (ব্যাখ্যা)

★ তুমি কি যাবে/খাবে/পড়বে?

বিশেষ দ্রষ্টব্য ....

প্রতিটি সিট গুরুত্বপূর্ণভাবে মুখস্ত করি এগুলো বলা এবং লেখার সময় আমরা প্রয়োগ করব।

বক্তৃতার পূর্বে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে

★ আবশ্যক খেয়ালের বিষয় হচ্ছে ঃ

- শুদ্ধভাষী হওয়া।
- আঞ্চলিকতা পরিহার।
- জিহ্ব বা মুখের জড়তা কাঠামো।
- কাগজ দেখে কথা না বলা।
- সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলা।
- চোখের ব্যবহার।
- কথার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মুড পরিবর্তন করা।
- ডায়াস এর সঠিক ব্যবহার।
- মাইকের উপযুক্ত ব্যবহার।
- সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখা।

★ সম্ভাষণ ঃ

ভাষণ বা বক্তব্যের শুরুতেই উপস্থিতিদের যথাযথভাবে সম্বোধন করতে হবে। ভাষণ যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান উপলক্ষে লিখতে বলা হয়, তাহলে সেখানে অধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অতিথিও থাকতে পারেন। তাই ভাষণে তাদের উদ্দেশ্য করে সম্ভাষণ করতে হবে।

যেমন ঃ মাননীয় প্রধান অতিথি/ শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ ও উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ/ প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনেরা/সম্মানিত উপস্থিতি।

প্রতিষ্ঠানের বাইর হলে ঃ মাননীয় প্রধান অতিথি/সম্মানিত সভাপতি/ প্রিয় এলাকাবাসী/ সংগ্রামী বন্ধুরা/ সম্মানিত উপস্থিতি ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে।

★ সম্ভাষণ অংশের নমুনা ঃ

{.....} দিবস উপলক্ষে আয়োজিতকৃত এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি, আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি ও মঞ্চের সামনে উপবিষ্ট সুধীমন্ডলী; সবার প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

★ বক্তৃতার লক্ষনীয় বিষয় ঃ

বক্তৃতার ক্ষেত্রে লক্ষনীয় বিষয় ঃ

- স্বরের স্কেল ঠিক রাখা।
- উত্তেজনা, উচ্চস্বর পরিহার।
- সঠিক তথ্য বেশী প্রদান, ভূল তথ্য না দেওয়া।
- উপস্থাপনা সুন্দর ও আকর্ষণীয় হওয়া।
- পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখা অবস্থা অনুকুলে রাখা, ঠিক রাখা।
- অত্যন্ত সচেতন থাকা যাতে কোন দৃষ্টিকটু ও বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি না হয়।
- সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলা, বিশৃঙ্খলা পরিহার।
- প্রশাসনে ও উপস্থিতিদের প্রতি আবেদন।

★ বিশেষ বিবেচ্য বিষয় ঃ

- সময় নিয়ন্ত্রণ।
- শ্রোতামন্ডলীকে জানা ও বুঝা।
- অনমনীয় নয় কিন্ত সোজাভাবে আরামে দাড়ানো।
- প্রয়োজনে সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি।
- প্রাণোচ্ছল মুখের ভাব প্রকাশ।
- শ্রুতি গোচর স্বরে কথা বলা।
- শব্দ ব্যবহারে ছন্দময় গতির ব্যবহার।
- আনন্দ দায়ক ও উষ্ণ সুরে কথা বলা।
- বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আবেগ, অনুভূতি, আগ্রহ এবং প্রবল উৎসাহ ছড়িয়ে দেয়া।
- কার্যকর মাত্রায় শব্দের সংখ্যা ও সুরে পরিবর্তন।
- সকল শ্রোতামন্ডলীর দিতে তাকানো।
- চোখে চোখে যোগাযোগ।
- উত্তম শব্দচয়ন ও ইতিবাচক বক্তব্য পেশ।
- অহেতুক প্রশ্ন এড়াতে সংবেদনশীল বাক্যের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান।

চতুর্থ ক্লাস

রোজনামচা/ ডায়েরি/ দিনলিপি

প্রাথমিক ধাপ ঃ

সারাদিনের কর্ম তৎপরতা তুলে ধরা-

- যা দেখেছেন
- যা শুনেছেন
- যা বলেছেন
- যা ভেবেছেন

লেখালেখির কলা কৌশল -

- বিষয় নির্ধারণ করা।
- নির্ধারিত বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা।
- নির্জনতা অবলম্বন করা।
- পয়েন্ট নোট করা।
- লেখা শেষে তিনবার পড়া-
  ক. সাধারণ দৃষ্টিতে
  খ. পাঠকের দৃষ্টিতে
  গ. সমালোচকের দৃষ্টি

১। শিরোনাম নির্ধারণ করা ঃ

ক. সংক্ষিপ্ত
খ. আকর্ষনীয়
গ. অর্থবহ

২। কাউকে লেখা দেখানো (সম্পাদনা)
৩। সম্পাদনা শেষে পুনরায় লেখা।

প্রমিত বাংলা উচ্চারণ

×	√	×	√
বেতন	বেতোন	সৌজন্য	শোউজোননো
তৈল	তৈইলো	বলতে	বোলতে
তাহলে	তাহোলে	চলছে	চোলছে
পারব	পারবো	রয়েছে	রোয়েছে
যেমন	য্যামোন	লক্ষ্য	লোকখো
এখন	এ্যাখোন		
এমন	এ্যামোন		
জন্য	জোননো		
এবং	এবোঙ		

বাংলা শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ

শব্দ	উচ্চারণ
অভ্যাস	ওভ্যাশ
অত্যন্ত	ওততোনতো
অমনি	ওমনি
অধ্যায়	ওদধায়
অভ্যস্ত	ওবভোসতো
আহ্বান	আওভান
আহ্বায়ক	আওভায়োক
উপলক্ষ	উপলোকখো
এক	অ্যাক
একাডেমি	অ্যাকাডেমি